জীবন এখানে যেমন - ১১

প্রবাস কড়চা

ল্যাকেম্বা বাংলা স্কুলের চড়ুইভাতি

গত রবিবার (২৩/০৭/২০০৬) বেলা দুপুরে সিডনী'র নিকট-পশ্চিম আবাসিক এলাকা আন্ডারক্লীফ এর 'গগ হুইটলাম পার্ক' এ ল্যাকেম্বা বাংলা স্কুলের চড়ুইভাতি উদযাপিত হয়ে গেল। দুপুর ১২.৩০টায় ধীরে ধীরে অভ্যাগতদের ভীড় জমতে শুরু করে। বেলা প্রায় ২টা নাগাদ শিশু, যুবক, কিশোর ও মধ্য বয়সের শ'দুয়েক ব্যক্তির উপস্থিতিতে চড়ুইভাতি প্রাঙন জমে উঠে। দুপুর একটার কাছাকাছি সময় থেকে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রিদের বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দুপুর ২টার দিকে ছাত্র/ছাত্রি জননীদের বালিশ ছোঁড়া প্রতিযোগীতা উদযাপিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কণ্ঠরাজ সালেহ ইবনে রসুল। এরই মাঝে সিডনী'র বিভিন্নাঞ্চল থেকে আগত অতিথিরা সুন্দরভাবে দলবেঁধে মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের আড্ডা জমিয়ে তুলেন। আলো-বাতাস ও তাপ, সব মিলিয়ে দিনটি ছিল চমৎকার। শীত ঋতুতে সিডনীতে এরকম একটি দিন খুঁজে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা পুরো মাঠে নানারঙের পোশাক-পরিচ্ছদে সেজে আসা বাঙালি রমনীদের বড় ভালো লেগেছিল। হাসি মুখ দেখে বোঝা গেল দিনটি সকলে আনন্দের সাথেই উপভোগ করছে। বিকেলের দিকে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজকরা কয়েকজন বিজয়ীকে এবার মোমবাতি দিয়ে পুরষ্কৃত করে 'লোডশেডিং' এর দেশ তাদের পুর্বপুরুষের সোনার বাংলা'র কথা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করে। বিষয়টিতে অনেকে রসিকতা খুঁজে পেলেও দেখতে মন্দ লাগেনি। কারণ প্রবাসে নিজের সন্তানকে বাংলা শেখাবেন অথচ বাংলাদেশের কোটি শিশুরা মাসের পর মাস আলোর অভাবে কিভাবে লেখাপড়া করে তা জানাবেন না সেটা হয়না। এটাকেই বলে খাঁটি দেশপ্রেম।

অনুষ্ঠান আয়োজক আঃ ওহাব বকুল (ডানে) ও সাঃ ইবনে রসুল

স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা সর্বজনাব আবদুল ওহাব (বকুল), ফারুক তালুকদার, কারার তসলীম, ফারুক তালুকদার, মাসুদ চৌধুরী, ফারুক হান্নান ও জামিল হোসেন দিনটিকে স্মরনীয় ও সুন্দর করে উপহার দিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। বিশেষ করে সিডনীর অতিপরিচিত সমাজসেবী জনাব আবদুল ওহাবের অভ্যর্থনা ও সকল অতিথিদের খোঁজ-খবর নেয়াতে তার আন্তরিকতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বরাবরের মত এখানেও পড়ন্ত দুপুরে (৩টায়) লা-ডি বিতরন

করা হয়। সকাল ও দুপুরের মাঝে যে খাদ্যগ্রহণ করা হয় তা যদি অষ্ট্রেলিয়াতে হয় 'ব্রাঞ্চ' (ব্রেকফাষ্ট + লাঞ্চ), তাহলে দুপুর ও রাতের মাঝে যে খাদ্যগ্রহণ করা হয় তা হবে 'লা-ডি' (লাঞ্চ + ডিনার)। অনেকে ঠাট্টার ছলে বলেছেন, 'এতে ভালোই হয়, ঘরে ফিরে আর রাতের খাওয়ার ঝামেলা থাকেনা।' কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশী কোন সংগঠক আজ পর্যন্ত সিডনীতে (তথা পুরো অষ্ট্রেলিয়াতে) সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু এবং খাদ্য পরিবেশন বিষয়ে কথা দিয়ে কেউ কথা রাখেনি। এ সকল সংগঠনগুলোর একটি হীনমন্যতা হলো যে, খাওয়া দিলে লোক চলে যাবে। সুতরাং যত দেরীতে খাদ্য দেয়া হবে তত বেশী সময় নিজেদের বক্তৃতার কচকচানী শুনানোর জন্যে সকলকে ধরে রাখা যাবে। নিরীহ গাধার নাসীকাগ্রে গাজর ঝুলিয়ে রাখার মতো প্রতিটি সংগঠন খাওয়া ধরে রেখে এখানে লোক জমায়েত করে।

মিউজিক্যাল চাদর (চেয়ার নয়), মহিলারা সকলে বালিশ ছোঁড়া প্রতিযোগিতার জন্যে গোল হয়ে বসেছেন।

আগত অতিথিদের অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, মহতী উদ্যেগে গঠিত 'ল্যাকেম্বা বাংলা স্কুল' কর্তৃপক্ষও এ গাজর ঝুলানো নীতি পরিত্যাগ করতে পারেননি। তবে প্রশংসার বিষয়, বিলম্বে পবিশেন হলেও খাদ্যের মান ও রান্না ছিল চমৎকার। চলতি বছরের কোন সাংগঠনিক অনুষ্ঠানে এ মানের খাওয়া পরিবেশন করা হয়েছে বলে অভ্যাগতরা কেউ সেদিন মনে করতে পারেনি। সামান্য ভুলত্রুটি ছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও প্রানবন্ত।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পিঠা উৎসব

আগামী কাল রোববার, সন্ধ্য ৬টায় সিডনীর পুর্বাঞ্চলীয় আবাসিক এলাকা ম্যাটরাভীল এর পাবলিক স্কুল অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়ার উদ্যেগে নব নির্বাচিত কমিটির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও পিঠা উৎসব উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিন অথর্ব ও নিথর হয়ে পড়ে থাকা এসোসিয়েশনটির এটি প্রথম সার্বজনিন অনুষ্ঠান। স্বল্প প্রচারনা সত্তেও সারা সিডনীব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়েছে এ পিঠা উৎসব পর্বটির। বাংলাদেশী প্রচুর গৃহবধূ ও পিঠা তৈরী পটু এ উৎসবে হরেক রকম সুস্বাদু পিঠা তৈরি করে আনবেন বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে এসোসিয়াশনের নবনির্বাচিত সভাপতি ফারুক আহমেদ খান কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। এসোসিয়েশনের ভাগাভাগি ও পাল্টা কমিটি গঠন বিষয়টি অতি সম্প্রতি আইনগতভাবে সমাধান হওয়ার কারনে বর্তমান কমিটি কমিউনিটিতে সার্বজনিন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। সে কারনেই প্রবাসী সকল বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে পিঠা উৎসব বিষয়ে স্বতস্ফুর্ত উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। পিঠা উৎসব অনুষ্ঠানের দিন ও সময়টি ঠিক হয়নি বলে অনেকে মৃদু আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ সোমবার থেকে কর্মদিবস শুরু

হওয়াতে যারা সাধারনত অফিস-আদালতে চাকুরী করে থাকেন তারা রোববার পুরো দিনটি পরবর্তি হপ্তার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। তবে ট্যক্সি-ক্যাব সহ অন্যান্য আরো কয়েকটি স্বাধীন পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন তারা উপার্জনের ঢিমেতালা দিন হিসেবে সর্বদা সোমবারকে সপ্তাহের ছুটির দিন হিসেবে উপভোগ করে থাকেন। রোববারের পরের দিন অর্থাৎ সোমবার অবসরটি শুধুমাত্র তারা মহানন্দে কাটাতে পারেন। কিন্তু আয়োজক কমিটিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কমিউনিটির সকলেই এই ট্যাক্সি-ক্যাব পেশাতে নিয়োজিত নয়। যার ফলে রোববারে কোন অনুষ্ঠান উদযাপিত হলে কমিউনিটির একটি বড় অংশ সেটি চিন্তামুক্ত ও আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারেন না, যার ফলে তারা প্রায় এ সকল অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। আগামীতে এসোসিয়েশন কোন অনুষ্ঠানের দিন ঘোষনা করলে সমাজের সকল পেশার লোকদের সুবিধা অসুবিধার কথা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আর তা নাহলে বরাবরের মতো এ সকল অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ঠ শ্রেণী ও পেশার লোক ছাড়া আর কেউ যাবেনা।

প্রবাস কড়চা